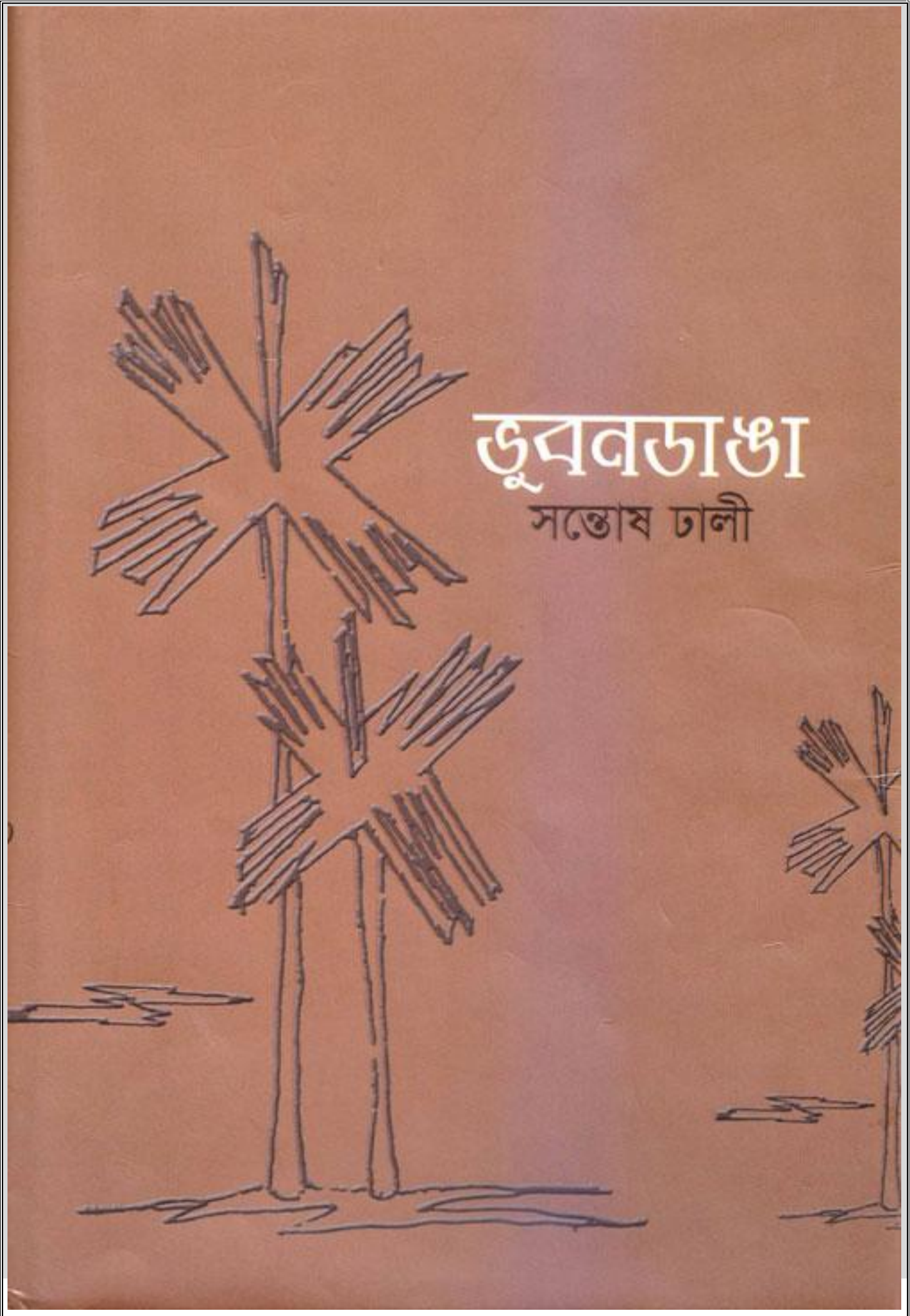

ভুবনডাঙা
সন্তোষ ঢালী

ভুবনডাঙা

সন্তোষ ঢালী

মিজান পাবলিশার্স

সন্তোষ ঢালী
মা: শ্রীমতীদেবী ঢালী
বাবা: নিত্যানন্দ ঢালী
জন্ম: পয়লা বসন্ত ১৩৭০, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।
জন্মস্থান: পুকুরিয়া, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে
বি.এ.(অনার্স), এম.এ, বি.এড, এম.ফিল, পিএইচ.ডি।
সংগীত: বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে
উচ্চাঙ্গ সংগীতে সার্টিফিকেট কোর্স উত্তীর্ণ।
শখ: গিটার বাজানো, গান করা, আবৃত্তি করা।
তালিকাভুক্ত শিল্পী: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা ও
বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা।
তালিকাভুক্ত গীতিকার: বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।
পেশা: অধ্যাপনা। বি.সি.এস.(শিক্ষা)।
কর্মস্থল: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ;
সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর।
পুরস্কার: একুশের সাহিত্য পুরস্কার, মুক্তধারা ১৯৯০,
সুনীল সাহিত্য পুরস্কার, মাদারীপুর ২০০৯,
অনুভব সম্মাননা, ঢাকা ২০১৩,
বিন্দু বিসর্গ সম্মাননা, গাইবান্ধা ২০১৬।
প্রকাশিত বই:
কবিতা: ফসিল, প্রপার জন্য পঙ্‌ক্তিমালা,
একলব্যের তীর, ভুবনডাঙা, আকাল।
গল্প: অন্তরঙ্গ দ্বৈরথে, নিলামবালা, ছাই, দর্পণ, ৭১।
উপন্যাস: মন না মতি, অচেনা মানুষ।
পাঠ্য: ব্যাবহারিক বাংলা (ব্যাকরণ)।
অভিপ্রায়: ফিরে চল মাটির টানে।

ভুবনডাঙা সম্পর্কে

‘ভুবনডাঙা’র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পেরে বড়ো ভালো লাগছে। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজের অধ্যাপক সন্তোষ ঢালী সাহিত্য-সংস্কৃতি-সেবী যেমন, তেমনি সদালাপী ও সজ্জন। শিশুকিশোরদের জন্য অত্যন্ত দরদ দিয়ে, মমতা দিয়ে এই পদ্যগুলো লিখেছেন, আমি পাণ্ডুলিপিটি কয়েকবার পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, আর মুগ্ধতার ব্যাপারটি রাষ্ট্র করতে চাই।

শিশুকিশোরদের বই বেশ বেরোচ্ছে। কবিতার বই নেই বললেই চলে। রাশেদ রউফ, সুজন বড়ুয়া, ফারুক নওয়াজ– এদের নামই মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। মাহমুদউল্লাহর মতো শ্রদ্ধেয় কবি ছড়ার সঙ্গে কবিতা মিশিয়ে দেন, পরিবর্তনের আহ্বান তাঁর লেখায়। এই কাফেলায় অত্যন্ত যোগ্যতা নিয়ে সন্তোষ ঢালীর আবির্ভাব।

গড়নে-বলনে রাবীন্দ্রিক মেজাজ, আমি ছন্দ, পর্ববিন্যাস কখনো প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কেই বলছি, আবার অভিনব অপ্রত্যাশিত একটি শ্রবণেন্দ্রিয়কে আনন্দ দেয়। এখনকার কিশোরদের আনন্দ ও সমস্যা তিনি শনাক্ত করেছেন, অপূর্ব নিসর্গবঞ্চিত একালের কিশোর-কিশোরীরা মাউস হাতে পড়ার টেবিলে অবসর কাটায়, জোনাকির আলো বঞ্চিতদের জন্য তার মনোবেদনা তিনি গোপন করেন না। আমাদের ‘সমাজদেহে পূঁজ জমেছে তীব্র পচা গন্ধ’, ‘মাগো, তুমি কেমন আছো, ওমা/ বুক জুড়ে আজ ফাটছে তোমার হাজার হাজার বোমা/ গোটা দেহ . . . চিতায় যেন স্বপ্নমোড়া জ্বলন্ত এক শব’, তার আকুল আহ্বান ‘আধপোড়া ওই দেহ নিয়ে গর্জে ওঠো জাগো’।

শুধু স্বপ্নই দেখান নি, তিনি সমকালের ভাবনা-দুশ্চিন্তারও আভাস দিয়েছেন, হাল্কা বিদ্রূপের ঢঙে জানিয়ে দেন ‘মচমচিয়ে ভেজাল খাব, থাকব সবাই সুখে’।

কিশোর-কিশোরীদের হাতেই নয়, বালিশের পাশে বইটি শোভা পাক, পড়তে পড়তে পাতা ছিঁড়ুক– কামনা করি। সন্তোষ ঢালীকে ‘ভুবনডাঙা’র জন্য সবার আগে অভিনন্দন জানাতে পারছি– এ কি কম আনন্দের কথা।

আসাদ চৌধুরী
৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা ১১০০
ফোন: ৯৫১২৯৪৬, ৭১১১৪৩৬
মোবাইল: ০১৫৫২৩৯১৩৪১, ০১৭১১ ৪০০২১৮
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯৫১২৯৪৬

প্রকাশকাল: অমর একুশে বইমেলা ২০১৪

স্বত্ব
সংহিতা ঢালী খেয়া

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

বর্ণবিন্যাস
লাভলী কম্পিউটার্স
৩৮ বাংলাবাজার (চতুর্থ তলা), ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রা.) লিমিটেড
২৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য
৭৫ টাকা মাত্র

ISBN
978-984-90909-8-4

BHUBANDANGA : Written by Santosh Dhali
Published by: Lion A. N. M. Mizanur Rahman Patoary
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2nd Floor), Dhaka-1100
Printed by : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24 Srish Das Lane, Dhaka-1100

খেয়া

মাগো, তোকে দিলাম ভুবনডাঙার পাথার
চাই, মানুষ হবি, দিব্যি আমার মাথার

সূচি

কাল্পনিক	০৮	২৮	বায়না
বাঘমামা	০৯	২৯	মজাদার লোকটা
হারান মাঝির খেয়া	১০	৩০	রাগ : ভৈরব
জোনাকির আলো	১১	৩১	নেশার ছোবল
জমকালো এক মেঘ	১২	৩২	পথভোলা
কেমন আছো মাগো	১৩	৩৩	ভেলা
ভেজাল	১৪	৩৪	বাবর আলি
বাও বাতাসের গাঁও	১৫	৩৫	ঢিলেঢালা
ভুবনডাঙার অবাক কিশোর	১৬	৩৬	লাগছে মনে খটকা
স্বাধীনতার গল্প	১৭	৩৭	প্রশ্ন
আজব এই দেশটা	১৮	৩৮	গোলাপ
মতিলাল	১৯	৩৯	ডাউট
তিনি	২০	৪০	মেঘের শোভা
নজরুলেরই দেশে	২২	৪১	টাক মাথা
গল্পের দেশ	২৩	৪২	দোহাই তোমার
কল্পলোকের গল্প	২৪	৪৩	শ্রাবণ এল
বাংলার বুকে	২৫	৪৪	মেঘের তরী
আলোছায়া	২৬	৪৫	মাটির মাঠ
আজ মুকুলের জন্মদিন	২৭	৪৬	ম্যানহোল

কাল্পনিক

ভুবনডাঙার মাঠে চল যাই ঘুরে আসি এক বেলা
সব কাজ ফেলে রেখে শিশু শিশু মন নিয়ে করি খেলা।
যত ছড়া বোনা হলো এই মাঠে– সবই শুধু কল্পনা
তবু জেনো– ঘটে যা, তা সব কিছু জীবনের, গল্প না।
আকাশ-কুসুম ছিঁড়ে যদি গাঁথি জীবনের মালাখানা
ডুমুরের ফুল দিয়ে যদি গড়ি পৃথিবীর বালাখানা,
ক্ষতিটা কি বল দেখি– অমাবস্যার চাঁদ যদি পাই
ঘুম নেই, তবু যদি জেগে জেগে গাল ভরে তুলি হাই?
বৃষ্টির জলে ওঠে বুদ্বুদ রাশি রাশি, দিনে রাতে
কত ভাব জাগে মনে, কত কথা ভাসে প্রাণে একই সাথে।
সেই সব তুলে নিয়ে, যুক্তিকে ভুলে গিয়ে গান গাই
মনের জানালা দিয়ে যে কথারা উঁকি দেয়, লিখে যাই।
কে কেমন লোক ছিল, কে কেমন আছে– জেনে নেই কাজ
কথাগুলো লেখা হলো, যেন 'কাজ নেই তাই খই ভাজ'।
ছড়া, না কি কবিতা এ– কাজ কী সে মিল খুঁজে, শুধু শুধু
ভুবনডাঙার মাঠে কিশোরের ঘোর চোখে সবই ধূধূ।
চুলচেরা যুক্তিতে কিশোরের মন নেই একফোঁটা
গল্প, না কল্পনা– তর্ক সে থাক পড়ে, মাথামোটা।
জীবনের ঘেরাটোপ দূরে রেখে কিছুদিন হাসি খেলি
আকাশের মতো মন, সাত রঙ দিয়ে পুরো ভরে ফেলি।

বাঘমামা

(আদরের ফারিহা রহমান শৈলীকে)

সকালে উঠিয়া বাঘ মনে মনে বলে
সারাদিন যেন তার ভালোভাবে চলে।
মানুষের সাথে যেন দেখা নাহি হয়
নর বা বানর তার করে বড় ভয়।

নর বড় ভয়ানক জানে ছলাকলা
কখন যে কী করে সে যায় না তো বলা।
মানুষের থেকে তাই বাঘ দূরে থাকে
বাগে পেলে ফাঁকে বাঘ খেয়ে ফেলে তাকে।

হরিণের প্রতি তার অতি বড় লোভ
খেতে যদি না-ই পায় মনে জাগে ক্ষোভ।
শিকারের পিছে বাঘ ঘোরে বনময়
সাপ-খোপ শেয়ালের নেই কোনো ভয়।

জঙলের রাজা তিনি তাই এত তেজ
ক্ষণে হাঁটে, ক্ষণে বসে, ক্ষণে নাড়ে লেজ।
দাঁত-নখ ভয়ানক, জিভে ঝরে লোল
চোখ দু'টো ক্রোধে জ্বলে অতিশয় গোল।

হেলে দুলে হেঁটে চলে কভু দেয় হামা
ছোপ ছোপ গায়ে তার ডোরাকাটা জামা।
সকলের মামা তিনি কাজে রমরমা
বাগে পেলে তার কাছে নেই কারো ক্ষমা।

সোঁদরবনের তিনি রাজা-মহারাজা
দোষ থাক বা না থাক দেন তবু সাজা।

হারান মাঝির খেয়া

ছেলেবেলার কথা
পড়লে মনে, বুকের ভেতর গুমরে ওঠে ব্যথা।
মামাবাড়ির পথে ছিল ছোট্ট শ্যামল নদী
তির্‌তিরিয়ে শীতল ধারায় বইত নিরবধি।
পারাপারের ঘাটে ছিল একলা খেয়া নাও
হারান মাঝি নিলেই তুলে– যথা ইচ্ছা যাও
বোশেখ মাসের মেঘের মতো ছিল বটের ছায়া
নদীর ঘাটে, আধেক জলে আধেক পারে; কী যে শীতল মায়া
শেকড়গুলো জলের তলে অক্টোপাসের মতো
অতল ডুবে শীতল ছায়া খুঁজছে অবিরত।

বটের তলে বেঞ্চি পাতা ছোট্ট দোকান ঘর
ঠাণ্ডা জলের মাটির কলস থাকত মাচার পর
চৈত্র-বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ মাথায় ঢালে যখন রোদ্দুর
মায়ের আঁচল টানছি পিছে– 'মাগো, তোমার বটের ছায়া কদ্দূর?'
কাউন ক্ষেতের বেড়ার ধারে পড়লে বসে শেষে
'ওইতো সোনা, ওই দেখা যায় বটের ছায়া' –বলত যে মা হেসে।

সব কিশোরের ছোট্টবেলায় মামার বাড়ি যেতে
থাকত বুঝি ছোট্ট নদী শীতল শরীর পেতে;
এমনি কোনো বটের ছায়া, এমনি খেয়ার নাও,
এপার ওপার দুপার জুড়ে ধূ ধূ করা গাঁও?

সেই নদীটি কেমন আছে, ঘাটের খেয়া নাও;
বটের ছায়া, কলমিলতার বেড়া ঘেরা সবুজ শ্যামল গাঁও?

জানতে বড় ইচ্ছে জাগে হারান মাঝির কথা,
হয়ত সে আজ কালের তলে গাঙের মতো বিশাল নীরবতা
অবরবেলা ঘাটের কাছে থাকবে না আর খেয়া
কিশোরবেলা ডুব মেরেছে; বন্ধ নেয়া দেয়া।

জোনাকির আলো

জোনাকিরা সারা রাত ঝোপে-ঝাড়ে রয়
আন্ধারে মিটিমিটি হেসে কথা কয়।
ঝিঁঝিঁপোকা মিতা তার পেঁচা তার সাথি
সারা রাত জলসাতে জ্বেলে রাখে বাতি।
রাতপরী নামে ধীরে শিশুদের দেশে
কাছে এসে চোখে বসে বন্ধুর বেশে।

গ্রামদেশে দিদিমারা ফুলকাঁথা পেতে
গল্পের ডালি নিয়ে থাকে বেশ মেতে।
কোলে শুয়ে নাতি-পুতি ভয়ে গুটি-সুটি
কাহিনিতে ডুবে যায় একসাথে জুটি।

নাগরিক শিশুদের নেই সেই সুখ
দিদিমারা দূরে থাকে নিয়ে খালি বুক।
টিউটর, হোমটাস্ক, পড়া আর পড়া
যন্ত্রের মতো তারা পাথরের গড়া।
মাথা যেন হার্ডডিস্ক, ঘড়ি মেপে চলা
মেলামেশা ভুলে গিয়ে শেখে ছলাকলা।

মাঠ, ঘাট, মেঠোপথ, নেই নদীকূল
স্মৃতি নেই, মাথা ভরা হিজিবিজি ভুল।

ছেলেবেলা ফিরে আসে কায়ক্লেশ শেষে
মমতায় ডেকে নেয় গল্পের দেশে।
নিমিষেই হয়ে যাই সেই ছোট খোকা
খুঁজি একা জোনাকির আলো থোকা থোকা।

জমকালো মেঘ

জমকালো এক মেঘ জমেছে
জান্‌লা কপাট বন্ধ,
কেউ দেখে না কিচ্ছু চোখে
দেশজুড়ে সব অন্ধ।
ঘটছে যা তা দেখছে সবাই
বলছে না কেউ মুখ ফুটে,
দিন দুপুরে সাধুর বেশে
নিচ্ছে ভূতে সব লুটে।

সমাজদেহে পুঁজ জমেছে
তীব্র পচা গন্ধ,
চারদিকে যে ঘুরছে হাজার
মানুষের কবন্ধ।
চোরগুলো কয় ধর্মকথা
মর্মে গোপন ফন্দি,
জেলখানাটার বাইরে থেকেও
আমরা সবাই বন্দি।
বৃদ্ধ, যুবা, শিশু, কিশোর
ভাবনা সবার একটাই,
দুর্যোগের এই আঁধার তলে
ডুববে সারা দেশটাই।

কেমন আছো মাগো

মাগো, তুমি কেমন আছো, ওমা?
বুক জুড়ে আজ ফাটছে তোমার হাজার হাজার বোমা!
মাগো, তুমি কেমন আছো, ওমা?

গোটা দেহ পুড়ছে তোমার উঠছে কলরব
চিতায় যেন স্বপ্নমোড়া জ্বলন্ত এক শব।
শবখেলাতে উঠছে মেতে পিশাচ শতশত
শেয়াল-শকুন খাচ্ছে ছিঁড়ে কলজে অবিরত।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকছে আকাশ, মেঘ ভেবে ভুল হয়
মাগো, বলো এই তামাশা কার পরানে সয়?

ওমা, তুমি কেমন আছো, মাগো?
আধপোড়া ওই দেহ নিয়ে গর্জে ওঠো, জাগো।

ভেজাল

ভেজাল তেলে, ভেজাল চালে;
ভেজাল হলুদ, মসুর ডালে।
ছানার ভেতর টিস্যু পেপার, চিনির ভেতর সার
পেটের পীড়ায় ভুগলে মানুষ কী আসে যায় কার?
গুঁড়ো দুধে মেলামেন আর ময়দা-সুজি,
নানান মিশেল দিচ্ছে রোজই;
ঘিয়ের ভেতর ডালডা ঢেলে
যাচ্ছে না কেউ আজও জেলে
লেখাপড়ায় দিচ্ছে ভেজাল নোটগুনি
'ক্লাসের চেয়ে কোচিং ভালো'– রোজ শুনি;
'বিদ্যা দিয়ে এই জামানায় হয় না কিছু' –সবাই বলে
কোন ফিকিরে করবে ভালো নিত্য তারই ফন্দি চলে।
বইগুলোতে তথ্যে ভেজাল দিচ্ছে বোকা পণ্ডিতে
ইতিহাসের গপ্পোগুলো পারবে কে আর খণ্ডিতে?
তথ্যে ভেজাল, পথ্যে ভেজাল, ভেজাল ওষুধ আর জলে
গানে ভেজাল, মানে ভেজাল; সবখানে ভেজাল চলে।

ছোট্ট ছেলে সবার মুখে শুনছে 'ভেজাল' কথাটা
চক্ষে আজও দেখল না তা– ঘুরছে যে তাই মাথাটা;
ক্যাডবেরি, জুস, কোকাকোলা
খাচ্ছে সে রোজ চোদ্দ বেলা;
ক্যান্ডি, পোলো, চকবারে আর
আগ্রহ নেই একটুও তার।
'ভেজাল'টা যে কেমন খাবার জানতে বড় ইচ্ছে হয়;
খেলে কি আর ঘুম আসে না, কিংবা ক্ষিধে দূরে রয়?
বাবার কাছে বায়না ধরে আদর করে আকুল সুরে–
'দোকান থেকে ডজনখানেক আনবে ভেজাল পকেট পুরে,
আজ থেকে আর অন্য খাবার তুলব না যে মুখে,
মচমচিয়ে ভেজাল খাব, থাকব খুবই সুখে'।

বাও বাতাসের গাঁও

বন-বাদাড়ে গাছের ডালে
পাখ-পাখালি সাঁঝ-সকালে
গাঁও মাতিয়ে ডাকে।
মৌমাছিরা গুনগুনিয়ে
যায় চলে কী গান শুনিয়ে
মন কি ঘরে থাকে?

মাঠ পেরিয়ে দূর সে গাঁয়ে
মন ঘোড়াটা জোরছে পায়ে
আলপথে যে ছোটে।
কেউ পারে না ধরতে তাকে
টগবগিয়ে ছুটতে থাকে
কী সুখ বুকে ফোটে!

ফুল পাখিরা পথের বাঁকে
নানান রঙে চিত্র আঁকে
সব ভুলিয়ে দেয়।
ঢেউ খেলানো ধানের বনে
ঘাস ফড়িঙে স্বপ্ন বোনে
মনকে টেনে নেয়।

মেঠো পথের মোহন বাঁকে
গল্পকথা লুকোন থাকে
বাও বাতাসে ভেসে।
পাথার জুড়ে এমন মায়া
পথের শেষে বটের ছায়া
নেই তো কোনো দেশে।

ভুবনডাঙার অবাক কিশোর

ভুবনডাঙার যেই ছেলেটি ভুবন হারাল
পথের মাথায় সেই সহসা থমকে দাঁড়াল।

বিকেলবেলা গ্রামের শেষে
সিঁদুররাঙা মেঘের দেশে
সর্ষে ক্ষেতের পাশে এসে
যেথায় হলুদ পাথার মেশে
দিক ভোলে সে অবাক করা সেইখানে
আকাশ পাথার এক হয়েছে যেইখানে।

টুনটুনিকে ডেকে বলে টুনটুনিলো টুনটুনি,
কোন্ দেশেতে এলাম আমি, বলত দেখি, বল শুনি
এই যে মটরশুটি ঘেরা
সবুজ কল্মিলতার বেড়া
এই যে উদাস করা হাওয়া
পাগল করা পাখির গাওয়া
মাতাল মাতাল বাউল সুরে
মরছে ভ্রমর ফুলে ঘুরে
এই যে নদী নিরবধি বইছে কুলুকুলু স্বরে
সন্ধে হলেই রাখাল ছেলে গরু লয়ে ফেরে ঘরে

এই যে অচিন স্বপ্নপুরী
পথ হারিয়ে যেথায় ঘুরি
রাশি রাশি
পাতার হাসি
বলত এটা বল কী দেশ?
এই কি আমার সোনার বাংলা, এই কি প্রাণের বাংলাদেশ!

স্বাধীনতার গল্প

ছোট্ট খোকা বায়না ধরে মায়ের গলা ধরে–
মাগো তুমি স্বাধীনতার গল্প শোনাও মোরে।

সজল হলো চক্ষু মায়ের, বুক ফেটে যায় শোকে।
বলছে– বাছা, সেই কথাটা কেমনে শোনাই তোকে?

বাবা যে তোর যুদ্ধে গেল ফিরল না আর ঘরে,
একাত্তরে জন্ম নিলি স্বাধীনতার পরে।

বাবা কেন ফিরল না মা, সেই কথাটা বল;
নাই বা যদি ফিরবে তবে যুদ্ধে কেন গেল?

যুদ্ধে যদি না-ই যেত, দেশ কেমনে স্বাধীন হত?
মুক্তিপাগল বীর বাঙালি প্রাণ দিয়েছে কত!

লক্ষ শত মুক্তি সেনা স্বজন ছেড়ে গেল;
দেশের লাগি রক্ত দিল, আর ফিরে না এল।

পাকবাহিনীর হিংস্র থাবায় জীবন দিল তারা;
সোনার বাংলা শ্মশান আজি , তাইত স্বজন হারা।

চোখের জলে বুক ভেসে যায়, দুঃখ যে নাই তাতে;
স্বাধীনতার লাল পতাকা পেয়েছি আজ হাতে।

গল্প শোনা সেই শিশুটি অনেক বড় আজ;
বাবার ব্রতে সে নিয়েছে স্বদেশ গড়ার কাজ।

আজব এই দেশটা

রস নেই, রসাতলে যায় তবু দেশটা।
কোন হাল হবে বল বাঙালির শেষটা?

বাঘ নেই তবু ত্রাস পথে ঘাটে পার্কে
মানুষের জঙ্গলে যাক প্রাণ; কার কে?
ছিনতাই, রাহাজানি অলি-গলি-গাড়িতে
শান্তি ও ঘুম নেই, দিনে-রাতে বাড়িতে।

ভাদ্দরে, গাছে গাছে তাল পাকে, শুনেছি
দেশ জুড়ে তাই বুঝি হরতাল বুনেছি?
জীবনের তাল নেই, আছে শুধু হরতাল;
গান নেই, সুর নেই, আছে ভাঙা করতাল।
ক্ষণে ক্ষণে খ্যান খ্যান জোরে তোলে ঝংকার;
সে তো শুধু জীবনেরই উদ্বেগ, শঙ্কার।

মানুষের দাম নেই, দাম বেশি জিনিসের;
আলু-কচু ত্রিশ টাকা, ষাট টাকা চিনি সের।

নীতিহীন রাজনীতি ক্ষমতার জন্যে
দলগুলো দলে লোক খোঁজে, হয়ে হন্যে।
দেশটার ভালো চায়, বল সেটা কোন্ দল?
ভালোবাসা নেই কারো, আছে শুধু কোন্দল।
লাশ নিয়ে কাড়াকাড়ি, হামেশাই জানা যায়;
শোক নেই, তবু নেতা যোগ দেয় জানাজায়।
মুখে বুলি, চোখে ঠুলি, স্বার্থের কোট গায়;
নেতা বড় অভিনেতা, অবশেষে ভোট চায়।
মানুষের কল্যাণে নেই কারো চেষ্টা;
কোন্ হাল হবে বল, আমাদের শেষটা ?!?

মতিলাল

নাম তার মতিলাল, চোখদুটো অতিলাল
প্রিয় তার পানিতাল, খেতে যায় নৈনিতাল।
নৌকায় দিয়ে পাল, জোরে কষে ধরে হাল,
পার হয়ে ছোট খাল, বলে কই নৈনিতাল।

নুন দিয়ে মেখে ডাল, সাথে গুলে কাঁচা ঝাল
ভাত খায় তিন থাল; জিভে তাই ওঠে ছাল।
ঘরে যেই নেই চাল, পেট ভরে খেয়ে মাল
পড়ে থাকে হয়ে টাল; বউ শুধু দেয় গাল।

শীতে গায়ে দিয়ে শাল, একা বসে বোনে জাল
ভেঙে কাঁচা নিমডাল দাঁত মাজে আজকাল;
কেউ যদি দেয় গাল, হুংকারে দিয়ে ফাল
দুই হাতে ধরে ঢাল; করে শুধু গালাগাল।

পার করে তিন কাল, বুঝে ফেলে মতিলাল
পড়েছে যা দিনকাল, এ যে ঘোর কলিকাল।
বেটে খাটো মতিলাল, বাড়ি ছিল বরিশাল
বেঁচে থেকে কিছুকাল পাড়ি দেয় মহাকাল।

তিনি

এতদিন দেখেশুনে, সাতপাঁচ গুনে গুনে
তিনি সব বুঝলেন;
সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে, ঘুরপথে হেঁটে গিয়ে
এই মানে খুঁজলেন–
যেই দেশে যেই রীতি, সেই মতো ধরে নীতি
মুখখানা করে আলো,
হয় হোক কুশাসন, তবু সেই রাজাসন
বলবেন– 'বেশ ভালো'।

কেউ যদি ফুটপাতে, শুয়ে ঘুটঘুট রাতে
কুকুরের মতো থাকে,
সবকিছু ফেলে রেখে, দু'মিনিট চেয়ে দেখে
'বেশ বেশ' বলে তাকে।
জিনিসের দাম বাড়ে, টের পায় হাড়ে হাড়ে
বাংলার জনগণ,
চারিদিকে দুর্ভোগ, হেসে বলে– 'হয় হোক
খুব ভালো অনটন'।
নেতা করে গম চুরি, কী যে তার বাহাদুরি!
দেখে গায়ে জ্বালা ধরে;
বলে এক করে আর, নেই কোনো নীতি যার
তার গুণগান করে।
নিরালায় থেকে ঘরে, গুলী খেয়ে শিশু মরে
নেতা বলে– 'শঙ্কা যে
একটুও নেই তাতে, বাঁচা-মরা তার হাতে'।
করে লবডঙ্কা সে।
শুনে কানে এ কাহিনি, জ্যোতিষীর মতো তিনি
বলবেন অবশেষে–
'শিশুদের বাঁচবার নেই কোনো অধিকার
এ ধারার নব দেশে'।

যদি বাড়ে সন্ত্রাস, মানবতা পায় হ্রাস
বাড়ে খুন, ধর্ষণ
বলবেন তিনি হেসে– 'দুর্নীতি নেই দেশে';
এই তার দর্শন।
পথে যেতে যদি কেউ, কেঁদে ওঠে ভেউ ভেউ

চুরি গেলে টাকা কড়ি,
সান্ত্বনা দিয়ে তাকে, যদি তার কাছে থাকে
খুলে দেন হাতঘড়ি।

আইনের ফাঁক গলে দোষী কত যায় চলে
সৎ লোকে ফেঁসে যায়।
কারো কারো কূট চালে, ক্ষমতার বেড়াজালে
শেষ মেশ টেঁসে যায়।
নির্দোষ সাজা পায়, দোষী ছাড়া পেয়ে যায়
দেশ জুড়ে এই হাল।
যত কিছু হোক, তবু মুখ ফুটে তিনি কভু
বলেন না আজকাল।
খোলা রেখে চোখ কান, তিনি শুধু দেখে যান
অনুযোগ মুখে নেই,
ঠোঁট যদি ফসকালো বলবেন– 'বেশ ভালো'।
তবে তিনি সুখে নেই।

নজরুলেরই দেশে

ঝম্ ঝমা ঝম্ ঝম্ রেলগাড়ি হরদম
মাঠ পেরিয়ে ঘাট পেরিয়ে পৌঁছাল দমদম।
ফস্ ফসা ফস্ ফস্ নামল মাথায় ধস্
রসগোল্লার পাতিল ফেটে পড়ল ঝরে রস।

কচ্ কচা কচ্ কচ্ শব্দ হল পচ্
পকেটমারে সবই নিল কড়কড়ে নোট ঘচ্।
ছোট্ট ছেলে হারু চাইছে খেতে নাড়ু
ভিড়ের চাপে চ্যাপ্টা সে সব ভাঙছে মাটির খাড়ু।

মাটির তলে রেল করছি সেটা ফেল
হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি এল তুফান মেল।
বসছি তাতে চড়ে উঠল গাড়ি নড়ে
ছুটছে সেটা ঝড়ের বেগে যাব যেন পড়ে।

দোল্ দোলা দোল্ দোল্ খেলাম সাধের ঘোল
ব্যারাকপুরে যাব, ভুলে গেলাম আসানসোল।

চলছি হেঁটে পায়ে চুরুলিয়া গাঁয়ে
রেল স্টেশন থাকল পড়ে হাঁটা পথের বাঁয়ে।
ভুল করে আজ শেষে পড়ছি যখন এসে
যাবই চলে আজ তাহলে নজরুলেরই দেশে।

গল্পের দেশ

গেঁয়োবধূ নদীতীরে আজ আর বেলাশেষে জল নিতে আসে না
দূরদেশি মাঝি দেখে তারা আর ঘাটে ঘাটে মিটিমিটি হাসে না।
ধেনুচরা মাঠে মাঠে রাখালিয়া বাঁশি নাই
রাখালের মুখে আর দিগজয়ী হাসি নাই;
আগমনী ঢাক সে তো আশ্বিনে বাজে না
কলাবউ সাজে কেউ আজ আর সাজে না।
চড়কের পুজো আর গাজনের গান নাই
পুকুরে সে মাছ আর গোলা-ভরা ধান নাই;
বাঙালির সন্তান দুধে-ভাতে থাকে না
আম জাম লিচু কলা গাছে গাছে পাকে না।
থোকা থোকা জোনাকিরা ঝোপে ঝাড়ে জ্বলে না
ঠাম্মারা রাতে শুয়ে রূপকথা বলে না।
কৃষকেরা দিন দিন
বলহীন ভূমিহীন
জোতদারে নিয়ে যায় ফসলের পুরোটা
ভেঙে যায় কৃষাণীর স্বপ্নের চুড়োটা।
মণীষীরা মমতায় জনপদে বুনেছিল ভালোবাসা খেয়ালে
নাগরিক অবকাশে সবকিছু খেয়ে গেছে আধুনিকা শেয়ালে।
গ্রামগুলো প্রাণহীন এ্যানিমিয়া ফ্যাকাসে
মানুষের চিন্তার ফুল ফোটে আকাশে;
সিসা আর ধুলো ধোঁয়া ওড়ে শুধু বাতাসে
জরা ব্যাধি হাঁপানিতে দিন কাটে, রাত আসে।
ফুলেদের গায়ে আজ পরাগ আর ঘ্রাণ নাই
মানুষেরা রোবটের মতো কোনো প্রাণ নাই।
পল্লীর ঝিল্লিরা শ্রাবণের সন্ধ্যাকে মুখরিত করে না
টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টিরা মেঘমল্লার রাগে নীপবনে ঝরে না;
দোয়েলের ঠোঁটে আর সুমধুর সুর নেই
বটতলা খেয়াঘাটে পাটনি কিশোর নেই;
অঘ্রানে মাঠে মাঠে সোনাঝুরি ধান নাই
বুড়োমার গালে ঠোঁট-রাঙা করা পান নাই।

আসে না সে বোষ্টমি বাজিয়ে যে মন্দিরা
বাউলের একতারা হারিয়েছে গম্ভীরা;
আছে সেই খাঁচাখানা, নেই প্রাণপাখি নেই
সব গেছে, আর কিছু হারাবার বাকি নেই।
চারিদিকে দুর্দিন কী ভীষণ হাহাকার
এভাবে ডুবলে দেশ প্রাণে সয় আহা কার!
গানে আর প্রাণে ভরা কই গেল সেই দেশ
কেন হলো এই দশা, কেন তার এই বেশ?

কল্পলোকের গল্প

কল্পলোকের গল্প লেখা আমার কম্ম নয়
লিখতে গেলে কলম ভাঙে মনে লাগে ভয়।
চারপাশে সব প্রেতের নাচন উল্টাপাল্টা তালে
লিখলে কিছু প্রেতের কথা, ঠাস দেবে চড় গালে।
প্রেতপুরীতে থাকছি ভয়ে ভূত যে রাজা রানি
ভূতের সাথে পাল্লা দিলে বিপদ হবে জানি।
ন্যায়-নীতি সব মর্ত্যলোকের গর্তে গেছে ঢুকে
সৎভাবে তাই বেঁচে থাকার শর্ত গেছে চুকে।
অধর্মটাই ধর্ম তাদের মুখের কথাই নীতি
তেল দিতে আর গাইতে হবে কালের প্রেত-গীতি।
পান থেকে চুন খসলে পরেই মামদো-ভূতের ছানা
রাত-বিরেতে সুযোগ বুঝেই অমনি দেবে হানা।
ধরবে টুটি কাটবে গলা এইটে সবার জানা
চুপ্ করে তাই থাকছে সবাই কইতে কথা মানা।
হীরক দেশের প্রজার মতো থাকতে হবে বোবা
দেখবে চোখে, শুনবে কানে, সাজবে হাবা-গোবা।
থাকছি ভয়ে পাথর হয়ে দু'চোখ কাতর করে
বলতে সাহস পাই নে, থাকি মড়ার মতো পড়ে।

বাংলার বুকে

যেখানেই যাই আমি, যত দূরে থাকি
বুক ভরে বাংলাকে সযতনে রাখি;
এ দেশের মাটি জলে কী যে মধু সুধা
প্রাণ ভরে হাসি খেলি ভুলে থাকি ক্ষুধা।

খেয়াঘাটে বটতলে সুশীতল ছায়া
যেন কোনো জননীর আঁচলের মায়া;
পল্লীর প্রান্তরে সবুজের ঢেউ
কী যে শোভা ধানক্ষেতে জানে কি তা কেউ।

সব ভুলে নদীকূলে কিশোরেরা খেলে
ইলিশের খোঁজে জেলে জলে জাল ফেলে;
রাখালিয়া বাঁশি বাজে গোধূলির মাঠে
গেঁয়োবধূ জল নিতে ছুটে আসে ঘাটে।

সন্ধের আঙিনায় মাদুরের কোণে
শিশু শুয়ে ভীরু মনে রূপকথা শোনে;
জোনাকিরা জ্বলে নেভে পুকুরের পাড়ে
ঝিল্লিরা সুমধুর তানে মন কাড়ে।

বাংলার গান কার ভালো লাগে না যে
দিনরাত মায়াভরা সুর প্রাণে বাজে;
বাংলার ঘাস-তৃণ, কাদা-জল, মাটি
ভালোবেসে চিরকাল মেঠোপথে হাঁটি।

নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-ঘাট ঘিরে
যেন সব স্বপ্নেরা আসে ফিরে ফিরে;
বাংলাকে ভালোবেসে বাংলার বুকে
মার কোলে শিশু যেন, থাকি চির সুখে।

আলোছায়া

এই যে আলো-ছায়ার খেলা বসন্তের এই ভুবন জুড়ে
সেই সে হাসি-কাঁদার মেলা অশান্ত এ প্রাণের পুরে।
লতায় পাতায় কী সুর বাজে উথাল মাতাল হৃদয় মাঝে
নিঝুম রাতে, সকাল-সাঁঝে, তাই কি পাতায় ফুলে সাজে!
আকাশ উদার জ্যোৎস্না ঢালে, ভুবনখানা ভরে রাখে
সোহাগ করে প্রণয়কালে পরানবঁধুর গায়ে মাখে।

এই যে তুরাগ চৈত্রে মরা, সাথিহারা গতিহারা
সেও আবার হবে ভরা, এলে সুজন শ্রাবণধারা।
আজ পাথারে ধানের খেলা, সবুজ ঢেউয়ের পরম দোলা
আবেগরঙা সন্ধ্যাবেলা দু'জন মিলে বিশ্বভোলা।
শ্মশানচারী হৃদয়খানা বাঁধল কে আজ গৃহডোরে
চির আশার বাধ না মানা সূর্য ওঠা এমন ভোরে।
সুরের খেয়া পাল উড়িয়ে চলছে উজান স্রোত ঠেলে
তপ্ত হৃদয় আজ জুড়িয়ে স্মৃতির পাথার পেছন ফেলে।
মরা নদীর বাঁকে বাঁকে ভরা ভাদর গোপন থাকে
শাপলা পাথার মনে আঁকে, বক্ষে সযতনে রাখে।
এমন ফাগুন আগুন খেলে, ধিকি ধিকি দ্বিগুণ জ্বলে
ব্যথার পাখি পাখনা মেলে উড়ছে নিবিড় আকাশতলে।
বসন্তের এই আসনখানা পাতা গহীন প্রাণের পুরে
আসবে সুহৃদ নিত্য জানা, বসবে সুখে হৃদয় জুড়ে।

আজ মুকুলের জন্মদিন

আজ মুকুলের জন্মতারিখ কেউ রাখে নি খোঁজ
তেমনি করেই কাটল এদিন কাটছে যেমন রোজ,
ঘর সাজানো, ফুল গোছানো, কেক কাটা নেই রাতে
মোমবাতি আর রঙিন বেলুন, বন্ধুরা নেই সাথে।
সন্ধে হলেই পাড়ার মোড়ের দোকানে যায় চলে
লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে মোমবাতিটা জ্বলে।

ছয় টাকার এক কেক কিনে চায় ধারাল এক চাকু
দোকানিকে ডেকে বলে– 'হাততালি দেন কাকু।
আজকে আমার জন্মদিবস কেউ রাখে নি মনে
ইচ্ছে জাগে মনের দুঃখে যাই চলে দূর বনে।
মোমবাতিটা এদিকে দেন ফুঁ দিয়ে নিভাই
আপনি আমি দু'জন মিলে দু'টুকরো কেক খাই'।

লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে দোকানি ভয় পায়
দেখেই চাকু চ্যাঁচায় কাকু– 'কই, কে আছিস আয়'।

ভাব বেগতিক দেখে মুকুল ছুটল ঘোড়ার মতো
পেছন থেকে করছে ধাওয়া পথের মানুষ যত।
ছুটছে সদল আমজনতা সঙ্গে নিয়ে লাঠি
জন্মটা তার কী কুক্ষণে, আনন্দটাই মাটি।

বায়না

গিন্নি আমার সিন্নি রেঁধে ধরছে শখের বায়না
আনতে হবে আলতা, ফিতে, তেল, চিরুনি, আয়না।
একটি সুরই বাজছে ঘুরে, আর কোনো গান গায় না
রাগ করে তাই গোমড়া মুখে সকাল থেকেই খায় না,
ভাণ্ড-বাসন রইল পড়ে, পুকুর ঘাটে যায় না
মাথায় কোনো তেল মাখে না দু'দিন ধরে নায় না,
যতই তাকে ডাকছি কাছে– 'একটু এদিক আয় না'
ঝামটা মেরে মুখ ঘোরাল ফিরেও সে আর চায় না,
চাইলে কিছু গিন্নি নাকি জন্মেও তা পায় না
সান্ত্বনা দেই– 'সবুর কর, দেব পেলেই মায়না'।
দুয়ার খুলে বাইরে থাকে ঘরে সে আর যায় না
'রাত-বিরেতে ঘোরে কুকুর, শেয়াল, শকুন, হায়না'–
ছল্ করে ভয় দেখাই কত, তবু সে ভয় পায় না।
এসব শুনেও অটল থাকে, ঘরের দিকে ধায়না,

একটা কিছু ঘটলে বল আমার কি আর দায় না?
এবার শিওর করতে শপিং যাবই সুদূর চায়না।

মজাদার লোকটা

এই সেই মজাদার ছোটখাটো লোকটা
বৃষ্টিতে পুড়ে যায় রোদে ভিজে পোটকা।
শীত এলে খালি গায়ে হেঁটে চলে রাস্তায়
হেসে বলে– ভারি ভালো লাগে শীত নাস্তায়,
গরমে সে টুপি পরে, মাফলারে গলাটা
ঢেকে বলে শীত আমি করি ভয় কলাটা;
টক আর ঘৃত দিয়ে মেখে খায় পান্তা
জাম্বুরা দেখে বলে গোটা দুই আন তা,
কাঁচা ঝাল দিয়ে খায় পান্তুয়া দানাদার
খায় আর হেঁকে বলে পাতিলে কি আছে আর?
নল দিয়ে জল খায় ভাত যেন কী দিয়ে
শর্বতে মধু খায় তেল নুন ঘি দিয়ে।
ক্ষিধে পেলে মাঠে গিয়ে হাওয়া খায় চিবিয়ে
দিনে জ্বেলে রাখে আলো রাতে রাখে নিভিয়ে,
গড়গড় ইংরেজি বলে যায় বাড়িতে
মুখে মুখে ছড়া কাটে পথে ঘাটে গাড়িতে;
তেলাপোকা দেখে যায় থমকিয়ে দাঁড়িয়ে
সাপখোপ দুই পায়ে যায় চলে মাড়িয়ে
মাঝে মাঝে পথ থেকে নিজে যায় হারিয়ে
শোনা কথা বলবে সে দশ গুণ বাড়িয়ে।
ছোট করে দাড়ি ছাটে
দাঁত দিয়ে নখ কাটে
চুল আছে টাক নাই, এটা তার দুঃখ
মুখ ভার করে বলে কষ্টটা সূক্ষ্ম।
খুশি হলে কেঁদে ফেলে হেসে খুন দুঃখে
ঘুম থেকে জেগে বলে ঘুম নেই চক্ষে।

মজাদার লোকটার আর কিছু জানি না
যত কিছু বলা হলো সব কিছু 'ফানি' না।

রাগ : ভৈরব

মনে আছে, সেদিনটা ছিল ঠিক মানডে
রেডিওতে যথারীতি এসেছেন ওস্তাদ মঙ্গল পাণ্ডে,
ক্ল্যাসিকাল লাইভ ছিল সক্কাল সাতটায়
যন্ত্রীরা বসে বসে শান দেয় হাতটায়।
'ভৈরব' রাগে তিনি খেয়ালটা করবেন
আলাপটা সেরে ছোট বন্দেশ ধরবেন।
হারমোনি বাজাবেন রমানাথ কর,
চক্ষের ইশারায় মঙ্গল বলে যায়– 'ভৈরব' রাগে তুই বাজনাটা ধর।
'ঘোষণায় ঠিকমতো বলে যেন 'ভৈরব' রাগটার নাম'–
ঘোষককে এই বলে তাকালেন ক্ষণকালে ডান আর বাম।
'ভৈরব' রাগে সব সুর বেঁধে তৈরি
দৈবাৎ কপালটা হয়ে গেল বৈরী,
এ সময় শোনা যায় ঘোষকের গম্ভীর মোটা তাজা স্বর
মঙ্গল পাণ্ডেজি 'ভৈরবী' গাইবেন আজ এরপর।
গাইবেন 'ভৈরব', ঘোষণায় বলে দিল 'ভৈরবী' রাগ
চোখ দু'টো ছানিপড়া বেতারের অ্যাঙ্কর রামতনু নাগ।
পাণ্ডেজি হতবাক
আপতত এইবেলা 'ভৈরব' রাগখানা মস্তকে তোলা থাক,
সাথে সাথে ত্যাগ করে পূর্বের রীতি
'ভৈরবী' রাগিণীতে ধরলেন গীতি।
করলেন 'ভৈরবী' রাগিণীটা বাজানোর ইশারা
'ভৈরব' রাগ ছেড়ে 'ভৈরবী' ধরলেন রমানাথ বেচারা।
মঙ্গল গাইলেন 'ভৈরবী' রাগিণী
তানপুরা বাজালেন তার ছোট ভাগিনি।
খেয়ালটা শেষ হলে ঘোষণাটা শোনা যায়
সে কথাটা শুনে প্রাণে বিদঘুটে হাসি পায়।
দুঃখিত, করবেন মাফ
কথাগুলো বলে তিনি ছাড়লেন হাঁফ–
তেত্রিশে আশ্বিন আজ রোজ সোমবার মানডে
'ভৈরব' রাগখানা জব্বর গাইলেন মঙ্গল পাণ্ডে।

নেশার ছোবল

বিড়ি খেয়ে ঠোঁট না করে কালো
পানটা খেয়ে ঠোঁট রাঙানো ভালো।

রাঙা দিদির ঠোঁটটি রাঙা
যদিও চোয়াল দু'টোই ভাঙা,
ফোকলা দাঁতে রঙিন ঠোঁটে দিদি যখন হাসে
দাদু তখন কালো ঠোঁটে খকখকিয়ে কাশে।

রাতের কালো দিনের আলো দাদু দিদির মুখ
এই নিয়ে বেশ খোটাখুটি তাই মনে নেই সুখ;
দিদির নাকি পিত্তি জ্বলে, যক্ষ্মা দাদুর বুকে
দু'দিন পরে জীবনের পাঠ শীঘ্র যাবে চুকে।
পানের সাথে তামাক খাওয়া, সেটাও উচিত নয়
বিড়ির মতো জর্দাতেও হয় শরীরের ক্ষয়;

পানি বড়ই উপকারী, পান ও বিড়ি নয়
কিডনি দু'টো রাখতে সবল পানি খেতে হয়,
পান ও বিড়ি দু'টোই নেশা– বড়ই ক্ষতিকর;
বাঁচতে হলে বিড়ি ছেড়ে পানি খাওয়া ধর।

পথভোলা

পথভোলা তুই পথ পেয়েছিস
যে পথ গেছে অসীম পানে।
সুরহারা তোর সুর মিলেছে
সুর হারানোর গানে গানে।।
আকাশ তলে বাতাস জ্বলে
সেই বাতাসে আছিস মিশে।
প্রণয় মাঝে প্রলয় নাচে
তাই দেখে তোর ভয় কি মিছে?
ফাগ গোধূলির রাগ মেখে মন
সায়ন্তনে যাক না চলে।
মিশবে যদি মিশুক তবে
ওই গহীনের সাগর জলে।।
ডুব দিয়ে মন খুব যতনে
অতল তলে যাক হারিয়ে।
জানবে না যে আনবে খুঁজে
মুক্তো মণি সব কুড়িয়ে।।
চিনবি যদি চিনিস তবে
চিন্তামণির আবাসখানি।
শুনবি যদি শুনিস তবে
শ্রবণ ভরে অভয় বাণী।।

ভেলা

আমার হতে ইচ্ছে করে সাদা মেঘের ভেলা
বিশাল নীলে খেলব সুখে লুটোপুটি খেলা।
মেঘের ভেলা ভাসান দিয়ে আকাশ গাঙের স্রোতে
রইব মেতে অসীম খেলায় কূল হারানোর ব্রতে;
বাঁধন কোনো থাকবে না আর হাওয়ায় শুধু ভাসা
চাঁদের দেশে চলবে আমার নিত্য যাওয়া আসা;
থাকবে মাটি আসন পাতি, ডাকবে কাছে– আয়
আমি কি আর আসব কাছে, থাকব দূরের গাঁয়।
মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ, আমার ভেলায় তারা
জ্বলবে যেন জোনাক পোকা হয়ে আত্মহারা।
ইচ্ছে আমার ভাসবে নীলে স্বপ্নডানা মেলে
কাটবে আমার দিনগুলো ভাই কাটবে হেসে খেলে।
মেঘের ভেলা চাইলে হতে আমার কাছে এসো
চুপটি করে আসবে চলে প্রাণটি ভরে হেসো।

বাবর আলি

বাবর আলির মাথায় ভীষণ কূট-কচালি বুদ্ধি
পাপ খসাতে হুইস্কি গিলে আত্মা করেন শুদ্ধি
নামাজ পড়েন পাঁচ বেলা
একটুখানি মিথ্যে তিনি বলেন না যে সাঁঝ বেলা।
ঘুসের টাকা খান না তিনি বলেন বড় মুখ করে
ঘুসের টাকায় বানান বাড়ি সাধ্যমতো সুখ করে।
তিনতলা তার তিনটা বাড়ি একটা বাড়ি পাঁচতলা
জীবন শুরুর দিনগুলোতে ছিলেন তিনি গাছতলা।
কায়দা করে ফায়দা লুটে কামান টাকা কাড়ি কাড়ি
রিক্সা ছেড়ে এখন তিনি চড়েন শুধুই জিপগাড়ি।
চুলগুলো তার রুক্ষ ছিল জুটত না যে কোনো তেল
এখন তিনি নিত্য মাখেন শ্যাম্পু, লাগান দামি জেল।
মন্ত্রী তিনি সান্ত্রী ছাড়া চলেন না যে এক-দু' পা
সাহস বেজায়, শব্দ হলেই করবে শুরু বুক কাঁপা।
মাতৃভাষা বাংলা হলেও পিতৃভাষা ইংরেজি
কথায় কথায় ছাড়েন বুলি ফাঁক পেলে তাই বাংরেজি।
এমন আদম আর দেখাবে আঙুল তুলে কার দিকে?
হয়ত পাবে দু'চারদিনে খুঁজলে তোমার চারদিকে
রুই-কাৎলা-রাঘব বোয়াল কিংবা দু'এক জাটকাও,
আজব দেশে এমন বাবর আর পাবে না একটাও।

ঢিলেঢালা

ঢিলেঢালা পোশাকের আড়ালে
ঢিলেঢালা মানুষটা হারালে
ঢিলেঢালা সমাজের রীতিনীতি
গিলে খায় লোকটাকে যথারীতি।

মানুষটা ঘুস্ খায় গোপনে
ব্যস্ত সে হিংসার বিষবীজ রোপণে
ভাত ডাল আলু খায়, মাংস ও মাছ চায়
নদী জমি গাছ সব হাড়গিলে পেটে যায়।

মানুষের ঘুম খায় দিনে রাতে সকালে
গরিবের প্রাণ যায় বিনাদোষে অকালে
সাত খুন মাফ তার অতি বড় সাধু ঢের
চিহ্ন রাখে না কোনো দুর্নীতি কুকাজের।

সমাজের বড়লোক ঘরখানা আকাশে
দাবদাহে কাল কাটে হিমহিম বাতাসে
ধর্মের ঢাক বাজে কেঁপে ওঠে বিশ্ব
ভূকম্পে ভাঙে বাড়ি অবশেষে নিঃস্ব।

লাগছে মনে খটকা

লাগছে মনে খটকা
চিমটি কেটে দেখছি বেঁচে আছি না কি রইছি মেরে মটকা।
চারদিকে যা ঘটছে তাতে ভিরমি লাগে চান্দিতে
কেউ করে না বাদ-প্রতিবাদ, পারছে শুধু কান্দিতে।
বোবার মতো রইছি পড়ে জিভটা করে বন্ধ
চুপটি মেরে রইছি বলে ভাবছ নাকি অন্ধ?
হক কথাটা বলব এমন নয় সে আমার কর্ম
বলতে গেলে কাঁপবে হাঁটু ঝরবে দেহে ঘর্ম।
ভয় পেলে তাই চুপসে যে যাই নেইত গায়ে বর্ম
হাড়ের সাথে লেপ্টে আছে পাতলা চিকন চর্ম।
হাড়গুলো তাই ঠকঠকিয়ে বাদ্যি বাজায় নিত্য
হক কথা ভাই বলতে যে নাই হচ্ছি মধ্যবিত্ত।
দেশ জুড়ে সব কাণ্ড দেখে জ্বলছে আমার পিত্ত
পিত্ত জ্বলে খাক হলেও ঠাণ্ডা রাখি চিত্ত।
স্বাধীন দেশের মানুষ বলেই বলতে কথা মানা
স্বাধীনতার অর্থটা কী তাও সকলের জানা।
হক কথাটা বলতে গেলে জিভটা যাবে কাটা
আমরা সবাই গরু-ছাগল-ভেড়া-বলির পাঠা।
কত্তারা সব সারমেয় আমরা ইঁদুরছানা
ভণ্ড তাদের বললে যে ভাই গর্তে দেবে হানা।
মরার মতো রইছি বেঁচে মরতেও যে কষ্ট
বদ মানুষের বজ্জাতিতে দেশটা হলো নষ্ট।

প্রশ্ন

পাখির তবু আছে বাসা মানুষজনের ঘর
সিংহ মামা গুহায় ঘুমায় নেই কোনো তার ডর,
শীত করে না পশু পাখির পশম তাদের গায়
হাত বাড়ালেই মানুষজনে লেপ-কাঁথা যে পায়;
মাছের কেন নেই কোনো ঘর ঘুমায় কেমন করে
তাদের কি আর শীত করে না, ভোগে না কি জ্বরে?
সর্দি হলে হাঁচি কাশি কেমন করে দেয়
কেমন করে নাকের ভেতর নস্যি টেনে নেয়?
জ্বর হলে কি বৈদ্য ডেকে পথ্য কোনো খায়?
স্নান করে সে নিত্য সাবান শ্যাম্পু মেখে গায়?
চেয়ার পেতে বসে মানুষ, পাখি গাছের ডালে
মাছেরা কি বসতে পারে পুকুর-নদী-খালে?
সকালবেলা নাশ্‌তা কিছু বিকেল হলেই চা
ডিম রুটি ঘি মাখন পনির খায় কি মাছের ছা?
কেমন করে হাত তালি দেয় নেইত তাদের হাত
অবাক মনে ভাবছি বসে কেমনে যে খায় ভাত?
ভাগ্যি গুণে হই নি আমি অমন মাছের ছানা
মানুষ আমি তাইতে খুশি, থাক বাকি সব জানা।

গোলাপ

আপন মনে ফুটবে গোলাপ
পথের পাশে,
দিনে-রাতে; কার কী তাতে
যায় বা আসে!
তবু গোলাপ ফুটছে এখন
ভয়ে ভয়ে,
শীর্ণকায়া, অপুষ্ট আর
মলিন হয়ে।
ওরে গোলাপ ভয় কী রে তোর
হাসতে মনে,
সময়টা হোক নষ্ট যতই
ফুটবি বনে।
ভয় পেলে আর গন্ধরা তোর
ভাসবে না তো,
মধুর লোভে মৌমাছিরা
আসবে না তো।

ডাউট

অনেক ভেবে দিখছি তাতে নেই কোনো আর ডাউট
দেশটা ভরে তর্পে বেড়ায় চোর-বাটপার-টাউট।
ভদ্রবেশে হেসে হেসে ঘুরছে পাড়াময়
নিজের ঢোল যে নিজেই পেটায় জয়জয়কার জয়।
ফন্দি করে সন্ধি গড়ে ছোবল মারে বুকে
পড়শি মরে নিজের বিষে তারা থাকেন সুখে।

ওই যে দেখো বাইকে ঘোরে গেদু মিয়ার পোলা
চশমা চোখে, হাওয়াই শার্টের বোতামগুলো খোলা
সোনার চেনে ঝিলিক মারে, মোবাইল ধরা কানে
গেদু মিয়ার গম চুরি আর স্বভাবখানা দশ গেরামে জানে।
'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল' গেদু সর্বখানে
দেশটা যেন 'মগের মুলুক' গেদু স্বর্গ জানে।

ওই হেঁটে যায় কালু মাতবর লম্বা সাদা দাড়ি
ঢাকার বুকে বানিয়েছেন তিন তিনটা বাড়ি
ঘুস্ কখনও খান না তিনি সাফ কথা তার হক
ঘুসের টাকায় বানান বাড়ি বড় 'ধার্মিক বক'
নামাজ রোজা নিয়ম-মাফিক ট্যাক্স ফাঁকি দেন কালে
'রাঘব বোয়াল' তাই পড়ে না আইনের বেড়াজালে।

কোন ব্যাটা যে কেমন পাজি সব মানুষই জানে
লজ্জা ভয়ে তবু সবাই অনিচ্ছায়ও মানে।
কার পেটে যে কী আছে তাই যায় না বোঝা জানা
চুপটি করে শুনবে কানে মুখটি খোলা মানা।

মেঘের শোভা

দেখছি বসে মেঘের শোভা সূর্য ডোবার কালে
মেঘের খেয়া মায়ার ফাঁদে বদ্ধ সোনার জালে।
হয়ত ঘোড়া হাতির মতো ধরছে নানান রূপ
নীল সাগরের আলোর তলে রইছে আবার চুপ।
কখনও মেঘ পাহাড় যেন হিমালয়ের মতো
আবার হলো দেবদারু, আম, কামরাঙা গাছ যত।
কখনও বা সাপের মতো ছোবল তোলা ফণা
ছিটকে পড়া আলোক রাশি গরল কণা কণা।
হচ্ছে আবার বাসুকি নাগ, বসুদেবের ছাতা
ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করে কৃষ্ণদেবের মাথা।
আমার মনের রঙ মেখে মেঘ হচ্ছে বিয়ের কনে
রাক্ষুসে রূপ ধরছে আবার পঞ্চবটীর বনে।
কখনও বা ঋষির মতো বসছে গভীর তপে
গুড়ুমগুড়ুম বৃষ্টি নামার মন্ত্রটাকে জপে।
আসছে আষাঢ়, ভাসছে পাথার, সাঙ্গ এবার খেলা
অন্ধকারের সাগর পারে ডুবল মেঘের ভেলা।
মেঘের মিছিল আকাশ জুড়ে, হাজার মেঘের মেলা
বিশ্বভোলা শিশুর মনে করছে শুধু খেলা।
মেঘ ওরে মেঘ আসবি কবে আবার নানান রূপে
থাকব তোরই অপেক্ষাতে এক কোণেতে চুপে।

টাক মাথা

টাক মাথা যার অবাক হয়ে রয় তাকিয়ে
থাক কথা তার, কী হবে আর ঘোট পাকিয়ে।
টুক করে এক, টোক্কা দিতে ইচ্ছে যে হয়
ঠুক করে এক শব্দ হবে, মিথ্যে যে নয়।
'উপ্' বলে সে উঠবে হেঁকে; মারবে নাকি?
চুপটি মেরে থাকব পড়ে পাড়তে ফাঁকি।
খ্যাঁক করে যেই উঠবে তেড়ে মুখ বেঁকিয়ে,
ক্যাঁক করে এক মারব চাটি টাক ঠেকিয়ে।
'বাপ' বলে ভাই তুলবে যে হাই আকাশ জুড়ে
জাগবে কি চুল সেই চোটেতে টাকটা ফুঁড়ে?

দোহাই তোমার

দোহাই তোমার নাকটা কর বন্ধ
গলির মোড়ে ডাস্টবিনে দুর্গন্ধ।
দেখতে পাবে চোখ বুলানো মাত্র
যত্রতত্র মল ও মূত্র ফেলছে দিবা-রাত্র।
রোডের উপর কুকুর মরা ফুলে ফেঁপে ঢোল
গন্ধ বেজায়, সরায় না কেউ, পুলিশ তোলে টোল।
ল্যাংটো পাগল নৃত্য করে বাজায় পেটের খোল
পুলিশকে গাল দিয়ে বলে– তোল শালারা তোল।
কর্তারা সব অন্ধ
নাকও তাদের বন্ধ;
ম্যানহোলে কে পড়ছে দ্যাখো ঢাকনা নিছে চোরে
রাত-বিরেতে পুলিশগুলো মিছেমিছিই ঘোরে।
মেম সাহেবের পা ডুবেছে নষ্ট পচা কর্দমে
রাস্তা খোঁড়া চলছে বৃষ্টি-বাদলা দিনে হরদমে।

নাক ও চোখ-মুখ বন্ধ করে হাঁটবে গলির ধার
আপন মনে চোখটি বুঁজে রাস্তা হবে পার।

শ্রাবণ এল

শ্রাবণ এল শ্রাবণ এল
মেঘের বাঁধন আলগা হলো
ভাবনাগুলো এলোমেলো
হৃদয়পুরে বৃষ্টি এল।
ডাহুক ডাকে জলের ধারে করুণ সুরে
কোয়েল কাঁদে পাথারপুরের বহুত দূরে;
ধানের ক্ষেতে নৌকা ভাসে, ছোট্ট ডিঙা
গলুই 'পরে ওড়ে বসে দোয়েল ফিঙা
সবুজ আরও সবুজ হলো
জগৎ জুড়ে শ্রাবণ এল।
পদ্মপাতায় সোনা ব্যাঙের লুকোচুরি
ঝিলের জলে ফুটছে হাজার শাপলাকুঁড়ি।
শাপলা তো নয় শুভ্র সাদা হৃদয় তারা
থোকা থোকা ফুটছে জলে আত্মহারা।
এ গাঁও ও গাঁও ভিজছে জলে আপন সুখেই
বুকের কথা থাকছে গোপন আপন বুকেই।
শ্রাবণ দিনের বাদলধারা কয় কী কথা,
বুঝতে সে কি পারে সবার মনের ব্যথা?

মেঘের তরী

লাগছে আমার ভালো
হৃদয়পুরে ঝড় উঠেছে, আকাশ মেঘে কালো।
বোশেখ গেছে শ্রাবণ আসে, তালের শাখায় নাচছে
নূপুর পায়ে বাদলধারা, বজ্রশিখা হাসছে।
হৃদয়বনে কদমকলি পাপড়ি মেলে ফুটছে
ভুবনজুড়ে মনমাতানো গন্ধ তারই ছুটছে।
মনপবনের নায়ের মতো হৃদয়খানা দুলছে
জীবনপারের কষ্টরাশি, আজকে সবই ভুলছে।
সাগরবারি অসীম তেজে হাওয়ায় যেন ফুলছে
আকাশপারে মেঘের তরী মায়ার বাঁধন খুলছে।
ভাবনাগুলো উল্লাসে যে করছে ছুটোছুটি
দুরন্ত ওই মেঘের মতো খাচ্ছে লুটোপুটি।
মন মেতেছে সঙ্গে তারই, মেঘ যে মনের ঘোড়া
ঘরের ভেতর রইছি পড়ে দু'পা করে খোঁড়া।
এই যে লাগা ভালোর দোলা ঝাপটা মারে বুকে
গোপন খাতায় শ্রাবণখানা যত্নে রাখি টুকে।
বৃষ্টি-ভিজে যাই একেলা মেঘের তরী বেয়ে
আমি যে এক স্বপ্ন-পথিক অচিন গাঙের নেয়ে।

মাটির মাঠ

বাংলাতে আজ বাংলা তো নাই
মাঠে যে নাই মাটি,
চার দেয়ালের মধ্যে যে তাই
একলা একা হাঁটি।

হারিয়ে গেছে আমার সবুজ
আগান-বাগান থেকে,
বিশ্বায়নের জ্বালাতনে
বুদ্ধি গেছে পেকে।

এই বাংলায় চাচ্ছি সবাই
একটু সবুজ পেতে,
বাংলা ছেড়ে কক্ষণও ভাই
চাই না কোথাও যেতে।

আমরা শিশু-কিশোরেরা
হয়ে আত্মহারা,
ঘুরব ফিরব খেলব সবাই
এই বাংলার যারা।

ম্যানহোল

আমি, টুলু, লালু, ভুলু মাধ্যমিকের পর
আসছি ঢাকায় মর্দ জুয়ান কার বা কীসের ডর?
সন্ধেবেলা নিয়ন আলোয় গোরস্থানের কাছে
হাঁটছি সবাই খাচ্ছি হাওয়া টুলু ছিল পাছে,
গোরের ভিতর শুয়ে আছে মুর্দা সারি সারি
আমরা কি আর অমনি করে থাকতে শুয়ে পারি?
আমরা মানুষ রঙিন ফানুস ঘুরছি পাড়াময়
কান্না-হাসির পান্না বোঝাই জয় মানুষের জয়;
আমরা হাঁটি মরা আলোয় লাগছে যেন ভূত
ফ্যাকাসে মুখ প্রেতাত্মা ভাই জ্যান্ত মায়ের পুত।
হারাধনের চারটে ছেলে ঘোরে সারাদিন
একটি হলো আতশবাজি রইল বাকি তিন;
পেছন থেকে টুলু উধাও যাচ্ছে না আর পাওয়া
আজব ব্যাপার চারটে ছেলের একটি হঠাৎ হাওয়া–
হঠাৎ করে পাতালপুরে শোর উঠেছে সামাল
বাপরে মারে গেলাম মরে শীঘ্র বাঁচা কামাল
ভয়ে কাঁটা দিচ্ছে গায়ে এ কী কাণ্ডখানা!
জিন্দা মানুষ উধাও হঠাৎ পাশেই কবরখানা
চ্যাঁচায় টুলু পাতাল চিরে মামা আমায় তোল
ডাইনে-বাঁয়ে দেখছি চেয়ে অজস্র ম্যানহোল
ঢাকনা খোলা পাখনা তোলা ফোকলা দাঁতের ক্ষত
তারই ভিতর চ্যাঁচায় টুলু বলীর পাঁঠার মতো
এই শালারা শুনিস না কেন জামা জুতা খোল
কান মলেছি আজকে বাঁচা মামা আমায় তোল।
শরীরখানা হাওয়া টুলুর কণ্ঠ শোনা যায়
ঢাকনা ফুঁড়ে টুলুর গলা বাতাসে বের হয়।